Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব,ফজিলত, নামাজ তরককারীর বিধান কি?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার মুক্তি

রোলঃ 216021032

০১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব,ফজিলত, নামাজ তরককারীর বিধান কি?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার মুক্তি

রোলঃ 216021032

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব,ফজিলত, নামাজ তরককারীর বিধান কি?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সালমা আক্তার মুক্তি, আইডিঃ 216021032 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব,ফজিলত, নামাজ তরককারীর বিধান কি? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সালমা

(স্বাক্ষর)

সালমা আক্তার মুক্তি

আইডিঃ 216021032

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

০১ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ...5

পবিত্র কুরআনে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার ইরশাদঃ.................................6

নামায আদায়ের গুরুত্বও ফযীলত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসঃ..........................9

স্বলাতের মর্যাদাঃ...25

সালাফে সালেহীন বা সৎ পূর্বসূরীদের জামা'আতের সালাত আদায় ও তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হওয়ার প্রতি সচেষ্ট থাকার বাস্তব নমূনা............................40

পরিশিষ্টঃ...44

ভূমিকাঃ

পবিত্র কোরআন হলো মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী ও ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস। এটা মানুষের হেদায়াত, ধর্মীয় উপদেশ ও আসমানি শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান ভিত্তি ও মৌলিক স্তম্ভ। মানুষের দুনিয়াবি কল্যাণ, আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবির শ্রেষ্ঠ উপাদান হলো কোরআন অধ্যয়ন করা এবং কোরআনি শিক্ষা ও হেদায়াতের দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

এই পবিত্র কোরআনে আল্লাহপ্রদত্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিধান হলো নামাজের আদেশ।
এ কথা সবাই জানে-বুঝে, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও ইসলামী বিধান হচ্ছে নামাজ। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয়টি হলো নামাজ পড়া। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনে এই নামাজের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাজের তাগিদ করেছেন। যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে সময়মতো নামাজ পড়ার আদেশ করেছেন।

নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

পবিত্র কোরআনে কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের সহজ-সরল পন্থা এবং নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধনের স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গি হলো আদেশ করা। নামাজের প্রতি তাগিদ ও বেশি গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি পবিত্র কোরআনে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে এই নামাজের আদেশ করা হয়েছে।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا
﴿۷۸

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাক। স্মরণ রেখ, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৮)

পবিত্র কুরআনে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার ইরশাদঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر ۱۱۰﴿ ٌ

এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং (স্মরণ রেখ), তোমরা যে-কোনও সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যে-কোনও কাজ কর আল্লাহ তা দেখছেন। (সূরা বাক্বারা - **১১০**)

সূরা মাঊন – ৪

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْن۴﴿ۙ َ

সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাযীদের,

সূরা মাঊন – ৫

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْن﴾۵﴿ۙ َ

যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে ।

সূরা মাঊন - ৬

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ﴿٦﴾

যারা মানুষকে দেখায়।

সূরা মা'আরিজ - ৩৪

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴿٣٤﴾

এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে।

সূরা সিজদাহ - ১৬

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴿١٦﴾

(রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।

সূরা সিজদাহ - ১৭

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴿١٧﴾

সুতরাং কোন ব্যক্তি জানে না লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

(২) সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হেফাযতে রাখেন। "নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ৪৫)

(৩) সালাত আদায়কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে, “ঐসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করে ফেলেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযূ ও) বিনয়াবনত থাকে” (সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে ‘ফালাহ' শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।

(৪) সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। “যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।” (সূরা ১৩; রা’দ ২৮)

(৫) ইহ ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন, “(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।” (সূরা ২; বাকারা ৪৫)। এ জন্য যখন কোন সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

(৬) এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ। “তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।” (সূরা ২০; ত্বা-হা ১৩২)

(৭) ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।

“(আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব হিসেবে, যখন তার ওপর কোন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন

সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা সালাত আদায় করে। যারা নিজেদের সালাতে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৯-২৩

নামায আদায়ের গুরুত্বও ফযীলত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসঃ

হাদীস - ১

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرَاً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟» قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا». متفقٌ عَلَيْه.

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি ?" সাহাবীগণ বললেন, '(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না ।' তিনি বললেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ । এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন ।" (বুখারী, ৫২৬,৪৬৮৭)

হাদীস - ২

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যা তোমাদের কোনো ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে; যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার ক’রে গোসল ক’রে থাকে ।” (মুসলিম ২৩৩)

হাদীস - ৩

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ». رواه مسلم

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচন-কারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয় ।” (মুসলিম, ২৩৩)

হাদীস - 8

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه«ُ

উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে । (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে ‘রুকু’ সমাধা করবে । তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে । আর এ (রহমতে ইলাহির ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ।” (মুসলিম ২২৮)

হাদীস - ৫

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ». متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”

(সহীহুল বুখারী ৫৭৪)

দুই ঠাণ্ডা নামায হচ্ছে: ফজর ও আসরের নামায ।

হাদিস-৬

وَعَنْ أَبي زُهَيرٍ عُمَارَةَ بنِ رُوَيْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُوْلُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني: الفَجْرَ والعَصْرَ . رواه مسلم

আবূ যুহাইর উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ।” (মুসলিম ৬৩৪)

হাদীস-৭

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ ـ وَهُو َ
أعْلَمُ بِهِمْ ـ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادي ؟ فَيَقُوْلونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».
متفقٌ عَلَيْهِ

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশতাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন । আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন । অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন তাঁরা ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান । অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন--- অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, ‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ?’ তাঁরা বলেন, ‘আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল । আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল ।”
(সহীহুল বুখারী ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২,)

হাদীস - ৮

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». رواه البخاري

বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল ।’’

(সহীহুল বুখারী ৫৫৩,)

হাদীস - ৯

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمنَعُهُ أَنْ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إلاَّ الصَّلاةُ». متفقٌ عَلَيْهِ

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘‘নামাযের প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে নামাযের মধ্যেই থাকে । যখন নামায ছাড়া (তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অন্য কোন জিনিস বাধা না দেয় ।’’ (অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, পুণ্যপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সে পরোক্ষভাবে নামাযেই প্রবৃত্ত থাকে ।)
(সহীহুল বুখারী ৬৫৯)

হাদীস - ১০

وَعَنْه رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اَللهم اغْفِرْ لَهُ، اَللهم ارْحَمْهُ». رواه البُخَارِيُّ

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফিরিশ্‌তাবর্গ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ করে থাকেন, যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে নামায পড়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযূ নষ্ট হয়েছে; বলেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা ক'রে দাও । হে আল্লাহ , ওর প্রতি সদয় হও ।"

(বুখারী ৪৪৫)

হাদীস - ১১

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفقٌ عَلَيْهِ

ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম ।"

(সহীহুল বুখারী ৬৪৫)

হাদীস - ১২

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفَاً، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ

تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اَللهم صَلِّ عَلَيهِ، اَللهم ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ». متفقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "জামাতের সাথে কারো নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্রেষ্ ঠ। তা এই জন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে । আর একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয় । তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ । তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর । হে আল্লাহ ! তুমি ওকে রহম কর ।' আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে ।"(বুখারী ৬৪৭)

হাদীসঃ১৩

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» رواه مُسلِم

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম

(ইবাদত) করল । আর যে ফজরের নামায জামাতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল ।”

(মুসলিম ৫৫৬)

হাদীস - ১৪

عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» رواه مُسلِم

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সর্বোত্তম আমল কি ?’ তিনি বললেন, “যথা সময়ে নামায আদায় করা ।” আমি বললাম, ‘তারপর কি ?’ তিনি বললেন, “মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা ।” আমি বললাম, ‘তারপর কি ?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা ।”

(সহীহুল বুখারী ৫২৭)

হাদীস-১৫

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفقٌ عَلَيهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত । (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ । (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা । (৩) যাকাত প্রদান করা । (৪) কা‘বা গৃহের হজ্জ করা । (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা ।”
(সহীহুল বুখারী ৮)

হাদীস-১৬

وَعَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». متفقٌ عَلَيهِ

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ’ এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে । সুতরাং যখনই তারা সেসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে । আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে।(সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২)

হাদীস - ১৭

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفرِ، تَرْكَ الصَّلاَةِ». رواه مُسلِم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষ ও কুফরির মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা ।"

(মুসলিম ৮২)

হাদীস - ১৮

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اَلعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح

বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া) । অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে ।"

(তিরমিযী ২৬২১)

সর্বজন মহামান্য শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত:

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না ।'

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বিশুদ্ধ সানাদ) (তিরমিযী ২৬২২)

হাদীস - ১৯

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ: أنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أعْمَالِهِ عَلَى هَذَا». رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায । সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে । আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, ‘দেখ তো ! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে ?’ অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে ।

(আবূ দাঊদ ৮৬৪)

হাদীস - ২০

وَعَنْها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رواه مُسلِمٌ . وفي رواية: «لَهُمَا أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً»

আয়েশা রাদিয়াল্লাল্লাল্লাহু থেকে বর্ণিত নবী সা. আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ফজরের দু’ রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম ।”

(মুসলিম ২৫)

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, “ঐ দুই রাকআত আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় ।”

হাদিস-২১

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح

উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক’রে দেবেন ।”
(আবূ দাঊদ ১২৬৯)

হাদীস - ২২

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن.

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়ে ।”

(আবূ দাঊদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০)

হাদিস-২৩

عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أهْلَ القُرْآنِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, 'বিত্‌রের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ এটি সুন্নত) । তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বিত্‌র (বিজোড়) সেহেতু তিনি বিত্‌র (বিজোড়কে) ভালবাসেন । অতএব হে কুরআনের ধারকবাহকগণ ! তোমরা বিত্‌র পড় ।"
(আবূ দাঊদ ১৪১৬)

তাহাজ্জুদ নামায প্রসঙ্গে

হাদিস

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “হে লোক সকল ! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড় । তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”

(তিরমিযী ২৪৮৫)

(২৫) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।(বুখারী: ৫২৮)

(২৬) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

(২৭) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬

(২৮)যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। (সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

(২৯)রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)।

(৩০)সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।

(৩১) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৩২) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)

(৩৩) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০) (১০) যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়্যিনে লেখা হয়। (সহীহ তারগীব: ৩১৫)

(৩৪)যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলব মসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবেন। (বুখারী: ৬৬০)

(৩৫)মসজিদ হলো প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকের ঘর। যে ব্যক্তির ঘর হবে মসজিদ, সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে আরাম, দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পুলসিরাত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন (সহীহ তারগীব: ৩২৫)।

(৩৬)ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের ফযীলত দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম (মুসলিম)। তাহলে ভেবে দেখুন, ফজরের ২ রাকআত ফরজের ফযীলত কত হতে পারে!

(৩৭) যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাযীরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।(আবু দাউদ)

(৩৮)সালাত কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তার সামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।

(৩৯)সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়।(মুসলিম)।

(৪০) সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম)

(৪১)সালাত আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে গৃহীত।(বুখারী)

(৪২)সালাত হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। (নাসাঈ)

(৪৩)সালাত হলো আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (সূরা আনকাবুত গড

(৪৪) যা মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।

(৪৫)সালাত ইহকালীন জীবনে এবং পরকালের জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাদানকারী ইবাদাত। (মুসলিম)

(৪৬)"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

স্বলাতের মর্যাদাঃ

১। সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।"

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

“আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।” [সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো‘আ কর।” (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।” (সহীহ মুসলিম)

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, “সময়মত সালাত আদায় করা”। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, “পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা”। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু ঐর

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, “নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।” (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

“নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।” (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤، ١٥]

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

"তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج: ١٩، ٢٣]

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ»

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।কেননা স্বালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত।

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: ٤، ٥]

“সুতরাং দুর্ভোগ (‘ওয়াইল’ জাহান্নামের একটি স্থান) সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।” [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীর করেন যে, এই আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত লোক বুঝায়, যারা সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে। সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُون আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন “এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালাতকে তার (প্রকৃত) সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে”। (তাফসীর ইবন কাসীর)

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) নামে অভিহিত করা সত্ত্বেও তাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন। কেননা তারা সালাত প্রকৃত সময়ের পরে আদায় করে। অতএব, সালাতকে আপন ওয়াক্ত থেকে পরে আদায় করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন, তারা কীভাবে উপরোক্ত উপকারিতা ও ফযীলতের অধিকারী হবে?

সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর‘ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: ١٠٣]

"নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "ইবন আব্বাস "মাওকূতান" এর তাফসীরে ফরয অর্থ নিয়েছেন"। তিনি আরো উল্লেখ করেন: "হজের মতো সালাতেরও সময় নির্ধারিত"। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন: "ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজের মতো সালাতেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে"।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলীল-প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না, বরং কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে"। (মুসনাদে আহমদ)

আর যে ব্যক্তি সালাত ঠিক সময়ে আদায় করল না, সে সালাতের হিফাযতও করল না।

অতএব, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায়ে তৎপর হোন ও এর প্রতি গুরুত্ব দিন। সালাতের নিয়ম-কানূন শিখার প্রতিও তেমনি তৎপর হউন, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صلوا كما رأيتموني أصلی»

"তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।" (সহীহ বুখারী)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়।

এছাড়াও আরো অন্যান্য হাদিসে অধিক পরিমাণে বলা হয়েছে যে তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে নামাজই হলো সর্বোত্তম আমল। যেমন জামে সগীর কিতাবে হযরত সাওবান, হযরত ইবনে ওমর, হযরত সালামা, হযরত আবু উমামা হযরত ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাঁচজন সাহাবী হইতেই হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসুদ ও হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে সময় মত নামাজ পড়াকে সর্বোত্তম আমল বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতএব, আমরা পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ফলাফলে পৌঁছতে পারি যে, সালাত অবশ্যই যথাসময়ে আদায় করতে হবে এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতেরই অনুরূপ হতে হবে।

১৪।

হযরত আবু জর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে একবার শীতকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বাহিরে তশরিফ আনলেন, তখন গাছ থেকে পাতা ঝরছিল। তিনি গাছের একটি ডাল করলেন ফলে পাতা আরো বেশি করে ঝরতে লাগল। তিনি বললেন হে আবু জর মুসলমান বান্দা যখন এখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ে তখন তার গুনাহ সমূহ এমন ভাবে ঝরে যায় যেমন এই গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে। শীত মৌসুমে গাছের পাতা এত বেশি ঝরে পড়ে যে কোন কোন গাছে একটি পাতাও থাকে না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর পবিত্র এরশাদ হল এখলাসের সহিত নামাজ পড়ার ফলও এরূপ যে নামাজ আদায়কারীর সমস্ত গুনাহ

মাফ হয়ে যায়, একটিও বাকি থাকে না। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য নিয়ে যে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হুজুর সাল্লাল্লাহু সালামের বিভিন্ন হাদিসের কারণে ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে নামাজ ইত্যাদি এবাদতের দ্বারা শুধু সগিরা গুনাহ মাফ হয়ে থাকে কবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এজন্য নামাজ আদায়ের সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে তওবা ইস্তেগফার করা চাই ইহা হতে গাফেল হওয়া উচিত নয় অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যদি আপন দয়া ও অনুগ্রহ করে কবিরা গুনাহ মাফ করে দেন তা ভিন্ন কথা।

মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করা এবং তা দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি এত বেশি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে। তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

১৫। হযরত জাবের রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর এরশাদ বর্ণনা করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ এরূপ যেমন কারো দরজার সামনে একটি নহর আছে যার পানি প্রবাহমান এবং খুব গভীর এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।

প্রবাহিত পানি নাপাকি ইত্যাদি থেকে পাকএবং পানি যত বেশি গভীর হবে তত পরিষ্কার স্বচ্ছ হবে। এজন্য হাদিস শরীফে তার প্রবাহিত হওয়া এবং গভীর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যত বেশি পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল করবে তত বেশি শরীর পরিষ্কার হবে। এমনভাবে আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে নামাজ সমূহ আদায় করা হলে গুনাহ হতে পবিত্রতা হাসিল হয়।

১৬। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয় তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে হে আদম সন্তানগণ ওঠো এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা নিজেদের গুনাহের কারণে নিজেদের উপর জ্বালাতে শুরু করেছে

তা নিভাও। অতএব জিন্দা লোকেরা উঠে ওজু করে এবং জোহরের নামাজ পড়ে যত দরুন তাহার সকাল হতে জোহর পর্যন্ত গুনাহ সময় মাফ করে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আছরের সময় মাগরিবের সময় এসে সময় মোটকথা প্রত্যেক নামাজের সময় এরূপ হতে থাকে। এশার নামাজের পর লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে অতঃপর অন্ধকারে কিছু সংখ্যক লোক মন্দ কাজে অর্থাৎ জেনা চুরি ও বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আর কিছু সংখ্যক লোক। সৎ কাজে অর্থাৎ নামাজ-রোজ ওজিফা ও জিকির মশগুল হয়ে যায়।

হযরত সালমান রাঃ একজন বড় মাশহুর সাহাবী তিনি বলেন যখন এশার নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন সমস্ত মানুষ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার মধ্যে একদল যাদের জন্য এই রাত নেয়ামত ও কল্যাণকর হয় যারা এই রাতে নেকি উপার্জনের অপূর্ব সুযোগ বলে মনে করেন। অতএব লোকেরা যখন আরাম-আয়েশ ঘুমে বিভোর থাকে তখন তারা নামাজে মশগুল হয়ে যায়। সুতরাং ইহা তাদের জন্য সোয়াব ও নেকির রাত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দল যাদের জন্য রাত চরম মুসিবত আজব স্বরূপ হয় তারা রাতে নির্জনতা অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বিভিন্ন গুনাহের কাজে মশগুল হয়ে যায় সুতরাং আর তাদের রাতে তাদের জন্য মুসিবত ও বরবাদের কারণ হয়ে যায়। তৃতীয় দল যারা এশার নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাদের জন্য না মসিবত না উপার্জন না কিছু গেল না কিছু আসলো।

১৭।হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ আল্লাহতালা ফরমাইয়াছেন আমি আমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে আমি তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে নামাজ সময় আদায় করবে না তার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই।

অন্য এক হাদিসে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহতালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন যে ব্যক্তি অবহেলা বেশি বশত এই নামাজে কোন প্রকার ত্রুটি না করে। অজু করে সময় মত খুশু ও খুজুর সহিত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার প্রতি আল্লাহ তাআলার কোন ওয়াদা নাই। ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

নামাজ কত বড় ফজিলত যে ইহার ইহতেমাম করলে বান্দা আল্লাহতালার ওয়াদা ও জিম্মাদারির মধ্যে দাখিল হয়ে যায়? আমরা দেখতে পাই যে যদি কোন সাধারণ সরকারি লোক কিংবা কোন জিম্মাদার ব্যক্তি কাউকে কোন প্রকার আশ্বাস দেয় অথবা কোন দাবি পূরণে জিম্মাদারি নেয় তবে সেই ব্যক্তি তত নিশ্চিন্ত আনন্দিত হয় এবং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর কি প্রমাণ কৃতজ্ঞ ও ভক্ত হয়ে যায়। অথচ এখানে মামুলী একটি ইবাদত যাতে তেমন কোনো কষ্টও না। উপরন্তু সকল বাদশাহের বাদশাহ ওয়াদা করছেন। ইহার প্রতি আমাদের উদাসীনতা ও গাফিলতিতে কার ক্ষতি নিজেদের নিজেদেরই ক্ষতি।

হাফেজ ইবনে কাইম রহমাতুল্লাহ জাদুল-মাআদ কিতাবে লিখেছেন - নামাজ রুজি আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, রোগব্যাধি দূর করে, অন্তরকে শক্তিশালী করে, চেহারার নূর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে, অলসতা দূর করে, অন্তর খুলে দেয়, নামাজ রুহের খোরাক, দিল কে নুরানী করে, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে রক্ষা করে, আল্লাহর আযাব হতে বাঁচিয়ে রাখে, শয়তানকে দূর করে রাখে, রহমানের সহিত নৈকট্য সৃষ্টি করে।

মোটকথা দেহ ও আত্মার সুস্থতার জন্য নামাজের বিশেষ দখলও আশ্চর্যজনক তাছির আছে। ইহা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে যাবতীয় ক্ষতি অনিষ্ট দূরীকরণ ও দোজাহানের যাবতীয় কল্যাণ সাধনের নামাজের বিশেষ ভূমিকা আছে।

১৮।হুজুর সাঃ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল যেন তাহার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ সবকিছুই লুট হয়ে গেল।

১৯। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম নামাজের বিষয় উল্লেখ করে একদিন বললেন যে ব্যক্তি নামাজের ইহতেমাম করেন তার জন্য নামাজ কিয়ামতের নূর হইবে এবং হিসেবে সময় দলিল হবে এবং নাজাতের উপায় হবে। আর যে বেশি নামাজ পড়ে না কিয়ামতের দিন নামাজ তাহার জন্য নূর হবে না তাহা নিকট কোন দলিলও থাকবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায় হবে না।

১৯।হুজুর সাঃ এরশাদ যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না ইসলামে তার কোন অংশ নেই।

২০।হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ যারা অন্ধকারে বেশি বেশি মসজিদে গমন করেতাদেরকে কিয়ামত দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর।

সালাফে সালেহীন বা সৎ পূর্বসূরীদের জামা'আতের সালাত আদায় ও তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হওয়ার প্রতি সচেষ্ট থাকার বাস্তব নমূনা

১। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার সালাতের জামা'আত ছুটে নি।"

২। আবু হাইয়্যান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী'ঈ ইবন খুসাইমকে পক্ষাঘাত (রোগ) অবস্থায় সালাতের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি তো "হাইয়্যা 'আলাস সালাহ" শুনতে পাই, তোমাদের যদি সালাতে পৌঁছার সমর্থ থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হও।"

৩। ইবরাহীম আত-তাইমী রহ. বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তিকে সালাতের তাকবীরে উলায় (প্রথম) অংশ গ্রহণে অলসতা করতে দেখ তবে তার থেকে বিমূখ হয়ে যাও।"

৪। মুস'আব বলেন, 'আমের মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলেন, আমার হাত ধর, (মসজিদে যাওয়ার জন্য) তাকে বলা হলো: আপনি তো অসুস্থ। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিব না? লোকেরা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিব সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকাত সালাত আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম)

৫। ওয়াকী‘ ইবন জাররাহ বলেন, “আ‘মাশের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল তবুও তার (সালাতে) তাকবীরে উলা ছুটে নি।”

৬। মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বলেন, “সা‘ঈদ ইবন আব্দুল আযীযের

সালাতের জামা‘আত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।”

৭। গাস্সান বলেন, আমার নিকট আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা বিশর ইবন মানসুর বাসরীকে তাকবীরে উলা ছুটেছে দেখি নি।”

৮।ইবনে সিরিন রহ. বলেন যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ার মধ্যে অধিকার দেওয়া হয়। তবে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়াকে গ্রহণ করব। কেননা জান্নাতে প্রবেশ করা তো আমার নিজের খুশির জন্য আর দুই রাকাত নামাজ হল আমার মালিকের খুশির জন্য।

৯।হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ বড় ইর্ষার পাত্র ওই মুসলমান। যে হালকা পাতলা হয় অর্থাৎ যাহার পরিবার পরিজনের বোঝা কম হয় আর যথেষ্ট পরিমাণে তাহার নামাজ পড়িবার সুযোগ হয় জীবিকার ব্যবস্থা। কোন রূপে জীবনযাপনের মত হয় আর উহার ওপর সবর করিয়া জীবন পার করে দেয় আল্লাহর ইবাদত ভালো করিয়া করে মানুষের নিকট অপরিচিত থাকে শীঘ্র মৃত্যুবরণ করে পরিত্যক্ত সম্পত্তিও বেশি নেয় কান্নাকাটি করার লোক তেমন কেউ নাই।

১০।হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ যে ব্যক্তি সময় মত নামাজ আদায় করে। উত্তম রুপে অজু করে খুশু খুজু সহিত পরে ধীর স্থির ভাবে নামাজে দাঁড়ায় রুকু সেজদা উত্তম শান্তভাবে করে মোটকথা নামাজের সবকিছু উত্তমরূপে আদায় করে। তার নামাজ উজ্জ্বল নূরানী হয়ে উপরে যায় এবং নামাজীকে দোয়া দেয় যে আল্লাহতালা তোমার এরূপ হেফাজত করুন যে রূপ তুমি আমার হেফাজত করেছ। আর যে ব্যক্তি মন্দ ভাবে নামাজ আদায় করে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে না ওযু ও ভালোরূপে করেনা রুকু সিজদাহ ঠিক মত করে না তাহার নামাজ বিশ্রী ও কালো হয়ে বদদোয়া দিতে দিতে যায় আল্লাহ তাআলা তোমাকেও এরূপ ধ্বংস করুন যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছে অতঃপর সেই নামাজকে পুরোনো কাপড়ের মত প্যাচাইয়া নামাজীর মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয়।

১০।হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন। কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার নামাজ ঠিক হয় তবে সে কামিয়াব ও সফলকাম হবে। আর যদি নামাজ ঠিক না হয় তবে সে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ নামাজে কিছু ঘাটতে দেখা যায় তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন দেখো এই বান্দের কিছু নফল আছে কিনা। যা দ্বারা তার ফরজের ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে যদি পাওয়া যায় তবে ওরা দ্বারা তার ফরজ পূরণ করিয়া দেওয়া হবে অতঃপর বান্দা রোজা যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

১২। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল ‘অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হতে ফিরাইয়া রাখে’

তিনি সা. বললেন যে ব্যক্তি নামাজ এরূপ না হয় যা তাকে ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে না তানামাজ ই না। তিনি আরো বলেন ওই নামাজ উত্তম যাতে রাকাত সমূহ দীর্ঘ হয়।

১৩।হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যখন নামাজের সময় হতো তখন তার চেহারার রং বদলে যেত, শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেতো। জৈনক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ওই আমানত আদায় করার সময় উপস্থিত হয়েছে। যা আসমান জমিন বহন করতে পারে নাই পাহাড় পর্বত বহন করতে অক্ষম হয়ে গিয়েছে জানিনা আমি সেই আমানত পুরাপুরি আদায় করতে পারব কিনা।

১৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু। যখন আযানের আওয়াজ শুনতে তখন এত বেশি কাঁদতো যে তা চাদর ভিজিয়া যাইত রগ ফুলিয়া যাইত চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। কেও জিজ্ঞেস করিল আমরাও তো আজান শুনি কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হয় না অথচ আপনি এত বেশি ঘাবড়ায় যান। তিনি বলিলেন মুযাজ্জিন কি বলে তা যদি লোকেরা জানতো তবে তাহাদের আরাম আয়েশ হারাম হয়ে যেত এবং ঘুম মরিয়া যাইত অতঃপর তিনি আযানের প্রত্যেকটি বাকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

পরিশিষ্টঃ

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ । নামাজ – এর আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘ সালাত ‘ । সালাত অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া , দোয়া করা , আল্লাহর পবিত্রতা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা । একজন মুসলমানের কাছে নামাজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বীকৃত ইবাদত । নামাজের মাধ্যমে মুমিনের অন্তর আল্লাহর করুণা ও সান্নিধ্য লাভ করে।

একজন কাফের ও ঈমানদারের সর্বপ্রথম পার্থক্য হলো নামাজ । নামাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আল্লাহর প্রতি অনুগত হিসেবে প্রকাশ করে । নবি (স .) বলেছেন- ‘ নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় । ‘

প্রত্যেক ঈমানদারের মনের সর্বোচ্চ বাসনা হলো সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করা । আর সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো নামাজ । যিনি নামাজ আদায় করেন না , সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য তিনি কখনই লাভ করতে পারবেন না।

পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন রকমের অপবিত্রতা রয়েছে । নামাজ মানুষকে সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখে । দিনে পাঁচবার শরীর পরিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ পবিত্র থাকে । এছাড়াও নামাজের মাধ্যমে মন কলুষমুক্ত থাকে ।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন— ‘ নিশ্চয় নামাজ সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ‘ । যিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করেন , তাঁর দ্বারা পাপ সংঘটিত হয় না । প্রত্যেক মানুষই নামাজের মাধ্যমে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে । সমাজ ও রাষ্ট্রের সাপেক্ষে একজন আদর্শ ও সুন্দর মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে নামাজের বিকল্প নাই।

নামাজ মানুষকে ভদ্র , বিনয়ী ও স্পষ্টবাদী করে তোলে । রাসূল (স .) বলেছেন , ‘ যার নামাজ সুন্দর , তাঁর কথা , চলাফেরা ও ব্যবহারও সুন্দর ‘ । অর্থাৎ একজন নামাজি মানুষ মাত্রই একজন আদর্শ সামাজিক মানুষ।

নামাজ মানুষের চরিত্রকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে । মানুষের মনে মানবতার প্রেরণা জাগে ।। ফলে নামাজি মানুষ মাত্রই সাম্য ও ঐক্যের ধারক । ধনী – গরিব ,

ধর্ম – অধর্ম এসব কিছুর ঊর্ধ্বে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই নামাজি ব্যক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ।

নামাজ এক প্রকার সামাজিক ইবাদাত । কারণ মুসলমানগণ স্থানীয় মসজিদে নামাজ আদায় করে । ফলে সমাজের সবাই প্রতিদিন পাঁচবার একই কাতারে দাঁড়ায় । এর মাধ্যমে সমাজের উদ্ভুত সমস্যার ও সমাধান হয় । নামাজ মানুষের সামাজিকতাবোধ বাড়িয়ে তোলে , যা সমাজ সংস্কারের অন্যতম উপায়।

নামাজ মানুষের মনের অহংকার দূর করে । চারিত্রিক কুটিলতাকে মুক্ত করার মাধ্যমে নামাজি মানুষ নিজেকে আরো বেশি মানবতাবাদী করে গড়ে তোলে । ফলে নামাজ সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বে জাগিয়ে তোলে দারুণ ভাতৃত্ববোধ।

নামাজ মানুষকে কর্তব্যবোধ , ধৈর্য্য , সহিষ্ণুতা , নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা দান করে । সমাজ ও দেশ সংস্কারে নামাজের গুরুত্ব অনাস্বীকার্য । সর্বোপরি , একজন ঈমানদার নামাজের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি বিশ্বভাতৃত্বে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে মানবতাকে লালন।